**অরিজিৎ কথঞ্চিৎ**

**বহু বিদ্যা, তীক্ষ্ণ বোধ, তথাপি নির্বোধ- ১**

**নির্বুদ্ধিতা- ব্যক্তিগত বনাম গোষ্ঠীগত**

এক বিষয়ের পণ্ডিত যিনি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান,

অন্য বিষয় বুঝতে গিয়ে হিমশিম খান।

মেধাবী মানুষ- যেমন কোন বিখ্যাত দার্শনিক বা বিজ্ঞানী দৈনন্দিন সাধারণ সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে আমাদের অবাক করেন। কুরি দম্পতি মারী ও পিয়ের প্ল্যানচেটে যান, নিউটন ইথারে বিশ্বাস করেন আর না বুঝতে পারা শেয়ার বাজারে টাকা খোওয়ান, আইনস্টাইন অনিশ্চয়তা তত্ত্বের বিরোধিতা করতে গিয়ে ঈশ্বরেচ্ছার শরণ নেন। সেই স্বাভাবিক ঘটনাবলী দেখে অন্যরা যে অবাক হন তার কারণ, বিভা-প্রভাব (Halo effect)। কেউ একটি বিষয়ে ভাল করলে অন্য বিষয়েও অবশ্যই উৎকৃষ্ট হবেন এই ভুল ধারণা; যেমন, পদার্থবিদ্যায় পণ্ডিত শেয়ার বাজারেও ভাল করবেন অবশ্যই। আমরা ভুলে যাই, অতি বিখ্যাত পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যান বলেছেন, নিজের বিষয়ের বাইরে বিজ্ঞানীরা এক একজন সাধারণ মানুষ। তবু, বিখ্যাত মানুষদের যতক্ষণ ভুল আর ঝুঁকি ব্যক্তির সীমার মধ্যে থাকে, বৃহত্তর জনসমূহের তেমন কিছু হয় না। দেশের তেমন কিছু আসে যায় না। কিন্তু, বৃহত্তর সমাজ যদি তাদের ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে অনুকরণ করতে শুরু করে তখন বড় বিপদের সূচনা হয়। ‘মহম্মদ ইউনুস ব্যাঙ্ক চালাতে দক্ষ, অতএব উনি দেশও ভালই চালাবেন।’- বাংলাদেশ এই বিভা-প্রভাবিত ভাবনার মুল্য দিয়ে চলেছে।

নির্বোধদের কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ পেশায় অতি উৎকৃষ্টও হতে পারেন। তবে, সাধারণ নির্বোধদের সঙ্গে তাঁদের অন্তরের মিল সীমিত পরিমণ্ডলের বাইরে নিজের বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দেওয়ায়। সময়সাপেক্ষ বাস্তব সমাধানের চেয়ে এঁরা সহজ, চটজলদি উপায় চান। হিটলারের ‘ইহুদি নিকেশ করলে, আমরাই সবার ওপরে উঠে পৃথিবীতে রাজত্ব করব’- এই সহজ সমাধানটি শিক্ষিত- অশিক্ষিত নির্বিশেষে জার্মানরা বিশ্বাস করে নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছিল। সেরকমই এই উপমহাদেশে জনসাধারণ ‘গোবর মেখে স্নান করলে কোভিড ছুঁতে পারবে না’, ‘কোরান পড়লে গণিতে জ্ঞানোদয় হবে’ এই সব কথা বেদবাক্যবৎ আঁকড়ে ধরেন।

**সহজের ফাঁদ**

জটিল দেখলে পালাতে চাও, নেই কো তাতে দোষ,

সহজ শুধু ফেললে ফাঁদে, মনে রেখো না রোষ।।

মানুষের সমস্যাগুলো যেমন ধরুন, সকলের জন্য শিক্ষা, খাদ্য, কাজ ও স্বাস্থ্য প্রায়ই জটিল, তাদের সমাধানও সহজ নয়। প্রজ্ঞাবান মেধাবী মানুষ সমস্যা পেলে তার আগাপাশতলা ভাবতে বসেন। চটজলদি সমাধানের কথা বলতে পারেন না। বারট্রান্ড রাসেলের ভাষায়- ‘নিজেদের মত ও পথ সম্বন্ধে নির্বোধ আর উগ্র মতাবলম্বীরা সর্বদাই ঘোরতর আত্মবিশ্বাসী, আর বিবেচক ও প্রাজ্ঞ মানুষেরা সর্বদাই সন্দেহাকুল।’ বুদ্ধিমানের ভেকধারী ধূর্ত কিন্তু প্রায় সব বিষয়ের সহজ ও দ্রুত সমাধানের নিশ্চিৎ প্রতিশ্রুতি দেয়। জীবনের নানা ক্ষেত্রে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত মানুষ সেটি-ই চায়। যেমন, ধরুন পড়াশোনা শক্ত লাগছে? বন্ধু বললো, একটু গাঁজা টেনে নিলে সহজে বুঝতে পারবি।’ সমাজে নানা অবিচারে বিপর্যস্ত মানুষ সিনেমার নায়ককে সদলে ভিলেনকে খতম করলে নিশ্চিন্ত হয়, কোন গুরু ‘তোকে আমি রক্ষা করব’ ভরসা দিলে তাঁর চরণে আশ্রয় নেয়, আর সোচ্চার রাজনীতিক ‘এতদিন সবাই ভুল করেছে, আমাকে ভোটটি দিলেই সব ঠিক করে দেব’ বললে তাকেও বিশ্বাস করে। সহজের প্রতি এই অমোঘ টানের জন্যই রাজনীতির ময়দানে জ্ঞানী ব্যক্তির চেয়ে ধূর্তদের ভিড় বেশি। আর ভুল ধারণায় বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা একবার বেড়ে গেলে অন্যদের স্বাভাবিক ‘দলে থাকলেই স্বস্তি’ মনোভাবের জন্য তাদের আরও সংখ্যা ও শক্তিবৃদ্ধি থামানো মুশকিল হয়ে পড়ে।

**সামাজিক হওয়া ভালো, তার মধ্যেও কালো**

দাঁত-নখ-পেশীশক্তির বিচারে মানুষ খুব জোরদার প্রাণী নয়। জঙ্গলে একটি করে বাঘ, সিংহ, শিম্পাঞ্জি, শেয়াল ও মানুষ ছেড়ে দিলে বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় সর্বাগ্রে মানুষটিরই নিকেশ হয়ে যাবার কথা। আদম-ইভের পরবর্তী প্রজন্মেই যে সে ঘটনা ঘটে যায় নি, তার কারণ দল বেঁধে থাকা, একা হয়ে যাওয়া মানেই চরম পরিণতি। চেতনার গভীরে থেকে যাওয়া সেই ভীতিটি মাঝে মাঝেই বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, গোষ্ঠীগত নির্বুদ্ধিতার প্রকোপে সবাই যদি একই মত প্রকাশ করতে থাকে তখন সামাজিক হওয়ার তাৎক্ষণিক সুবিধা অজান্তেই ভবিষ্যতের দীর্ঘস্থায়ী পশ্চাদপদতা নিশ্চিৎ করে।

এক ভাবনায় ডুবে থাকি, একই পথে চলি,

চলতে চলতে ভুলেও যাই- ছিলাম অনেকগুলি।

১৯৫১ সালে সলোমন অ্যাশ নামে এক মনোবিদ আমেরিকার ১২৩ জন কলেজ ছাত্রদের নিয়ে ১৮টি সরল মানসিক পরীক্ষা করে দেখান, যে সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে থাকার জন্য মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই ভুল উত্তর দেয় জেনেশুনেই। মনে রাখতে হবে, মানুষ সামাজিক জীব। দলের আশ্রয়ে থাকার আগ্রহে অনেকে অসত্য মেনে নিতেও রাজী থাকেন। স্বার্থরক্ষা বা শান্তির জন্য এ রকম নির্বিরোধ আত্মসমর্পণ জীবনের কোন ক্ষেত্রেই বিরল নয়। নিজস্ব বিচারবুদ্ধি ত্যাগের একটি প্রধান কারণ ভীতি। যে কোন প্রাণীর মতই অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেও ভয়, বেঁচে থাকার ইচ্ছে দুটি আদিম, সর্বথা উপস্থিত, সত্তাকে আপ্লূত করা অনুভূতি। সমাজে ভয়ের শুধুমাত্র আবছায়া উপস্থিতিই এক বিশাল সংখ্যক মানুষের মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করা ও যে কোনো নিজস্ব চিন্তাকে চেপে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। নিজেকে নিরাপদ রাখার অভ্যাস যখন ঢেউ-এর মত ছড়িয়ে পড়ে এবং একটি বিশাল জনসমষ্টিকে গ্রাস করে তখন বাকিদের অনেকেই একা হয়ে পড়ার আশংকায় স্বেচ্ছায় চিন্তার অধিকার ত্যাগ করে দলে ভিড়ে যান।

নিজের সুবিধার জন্য একা হয়ে যাওয়ার অন্য দিকে, কোন সমস্যা নিয়ে নানারকম ভাবনা না এলে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় সর্বোত্তম সমাধান পাওয়া এবং উত্তরোত্তর উন্নতি।

**বনহোফার**

‘আমরাই শ্রেষ্ঠ, তুড়ি মেরে বিশ্বজয় করে, ইহুদী মেরে আমরা অনার্যদের শাসন করব, তাতেই বিশ্বের কল্যাণ হবে।’ হিটলারের বক্তৃতার এই কথা জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগণ্য, বিশ্বের বৈচিত্র সম্বন্ধে অবহিত, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান জার্মানরা কী করে বিশ্বাস করলো? এই প্রশ্নটি নাৎসিদের বিরোধিতার কারণে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী জার্মান পাদ্রী ডিট্রিষ বনহোফার (Dietrich Bonhoeffer) কে বিব্রত করেছিল। অতীব দুঃখের বিষয়-নাৎসিরা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে হিটলারের মৃত্যুর তিন সপ্তাহ আগে মাত্র ৩৯ বছর বয়সে ব্যতিক্রমী, চিন্তাবিদ, সাহসী এই মানুষটিকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে।



ডিট্রিষ বনহোফার (৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯০৬- ৯ই এপ্রিল, ১৯৪৫)

বনহোফার জানতেন, সাধারণ মানুষ বুদ্ধির প্রয়োগ করে ভাল মন্দ বিচার করতে পারে, কিন্তু নির্বুদ্ধিতায় আক্রান্ত ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী নিজেদের ইচ্ছায় (বা অনিচ্ছায়) ‘মহান’ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাধারণ বুদ্ধির ব্যবহার ত্যাগ করে। আমাদের দেশে কোভিড তাড়ানোর জন্য থালা বাজানো বা আফগানিস্তানে মেয়েদের পড়াশোনা করতে না দিয়ে, ঘরে বন্ধ রেখে আমেরিকানদের চেয়েও সুখে থাকার কল্পনা দেশ ও জাতির পক্ষে অতি বিপজ্জনক গোষ্ঠীগত নির্বুদ্ধিতা (Stupidity of the collective)। এ ধরণের জনপ্রিয় ব্যাপক নির্বুদ্ধিতা যোগায় দেশ ও সমাজে কুসংস্কার ও অন্যায়কে মেনে চলার উৎসাহ দিয়ে ক্ষমতাবান ধূর্তদের সহায়তা করে। মনে রাখতে হবে, প্রায়ই এক পক্ষের ক্ষমতা টিঁকিয়ে রাখতে হলে আর এক পক্ষের নির্বুদ্ধিতা একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়।

একাকীত্বের ভয় আর অস্তিত্বলোপের আশঙ্কা ব্যক্তির নিজস্ব বুদ্ধিকে শুষে নিয়ে, তাকে প্রচারের বুলি আউড়ে যাওয়া পুতুলে পরিণত করে। বনহোফার লেখেন, নির্বোধ হওয়া একটি মানসিক অবস্থা যা কোন পেশায়, যে কোন বুদ্ধির স্তরের মধ্যে দেখা যেতে পারে। অনেক বুদ্ধিমান আক্রান্ত হ’ন, আর বহু কম বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তার আক্রমণ এড়িয়ে চলতে সক্ষম হ’ন। সাধারণ জ্ঞান বলে, যাঁরা মানুষের সাথে মেলামেশা করেন, নানা মতের সংসর্গে আসার ফলে তাঁদের উদার হওয়া ও নির্বুদ্ধিতা থেকে মুক্ত থাকার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু, নানা মত একমাত্র উদার পরিবেশেই স্ফূরিত হতে পারে, রাজনীতি বা উগ্র ধর্মের বান এলে সামাজিক পরিবেশে লোপ পায় মানুষের পৃথক অস্তিত্ব ও চিন্তা। এই সব গোষ্ঠীর সদস্যরা বাইরে থেকে আলাদা দেখালেও টার্গেট বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তায় ও আবেগে তাঁরা বস্তুতঃ একটিই ব্যক্তিতে লীন হয়ে যান, আর যাঁরা তাঁদের মতোই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েন নি তাঁদের প্রতি ‘ওরা-কারো-ভাল-চায়-না’ ধরণের সন্দেহ, এমন কি হিংসার ভাব পোষণ করতে থাকেন।

ফাঁসিতে প্রাণ হারানোর আগে বন্ধুদের প্রতি তাঁর বিখ্যাত চিঠিটিতে বনহোফার লেখেন, নির্বোধ ব্যক্তিরা অনেকেই বিশ্বাস করেন, তাঁরা যে উপকারটি করতে যাচ্ছেন, সেই পবিত্র কর্মটি থেকে বিরত হওয়া ঘোর অনৈতিক কাজ। যাবতীয় সৎ মানুষের মত তাঁরা পরোপকারে প্রাণত্যাগ করতেও রাজি। দেশ ও দশের কল্যাণে উৎসর্গিত হিটলারী স্বেচ্ছাসেবীদের কার্টুন-প্রতিম দর্পিত চালচলনের প্রতিচ্ছবি সুকুমার রায়ের ‘তেজিয়ান’ কবিতায়-

“চলে খচ্‌খচ্ রাগে গজ্‌গজ্ জুতো মচ্‌মচ্ তানে,

ভুরু কট্‌মট্ ছড়ি ফট্‌ফট্ লাথি চট্‌পট্ হানে।

দেখে বাঘ-রাগ লোকে ‘ভাগ ভাগ’ করে আগভাগ থেকে,

বয়ে লাফ ঝাঁপ বলে ‘বাপ্ বাপ্’ সবে হাবভাব দেখে।”

আলোচনা করা পণ্ডশ্রম, ভীতি টলাতে পারে না, যুক্তি পদ্মপাতায় জলবিন্দুর মত তাঁদের মন থেকে পিছলে যায়। তথ্য তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়, চোখের সামনে কিছু ঘটলেও তা ধর্তব্যের বাইরের ব্যতিক্রম মাত্র। ভালোর জন্য ঠিক কী করতে হবে সে ব্যাপারে স্থিরনিশ্চিৎ হওয়ায় কোন নির্বোধের সামনে তাঁর মতের বিরোধিতা বিপদের কারণ হতে পারে। এজন্যই ইরানের নীতি-পুলিশ (Moral guards)-এর সামনে চুল খুলে রাখা বা আফগানিস্তানে বোরখাবিহীন বাইরে আসা মেয়েদের প্রাণ সংশয়ের কারণ।

**বাহ্যিক শক্তির প্রভাব**

ব্যক্তিগত, সীমাবদ্ধ নির্বুদ্ধিতা সামাজিক বা জাতীয় স্তরে প্রবল কোন শক্তির সহায়তা না পেলে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। অধিকাংশ মানুষ মূর্খের মত আচরণ করবেন কি না সেটি প্রায়ই নির্ভর করে তৎকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের ওপর। স্বাধীন চিন্তা ও প্রজ্ঞা, না পরাধীনতা ও নির্বুদ্ধিতা- ক্ষমতাসীনরা মানুষের থেকে যেমনটি চান, প্রবণতা বাড়ে সেরকমই হওয়ার। কোন বড় শক্তি নির্বুদ্ধিতাকে মদত দিলে তার প্রসার অতিমারির মত বাড়তে থাকে। কোন বিষয় খুঁটিয়ে দেখার চেয়ে তেমনটি যারা করতে চায়, তাদের উপহাস করাটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়। যুক্তি ও বিশ্লেষণকে সরিয়ে কিছু চটকদার বিশেষণ বা বহুল প্রচারিত ব্যঙ্গোক্তি বা স্লোগান দখল করে নেয় ব্যক্তি ও সমষ্টির মস্তিষ্ক। ক্ষমতার সাহায্য পেলে গোষ্ঠীগত নির্বুদ্ধিতা ব্যাপক উন্মাদনায় পরিণত হয়।

ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান চাপের প্রভাবে মানুষ ধীরে ধীরে সচেতন কিংবা অবচেতনভাবে নতুন পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলতে গিয়ে নিজের স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার চেষ্টাও ত্যাগ করে। উদাহরণ হিসেবে আরব দেশগুলিকে দেখা যায়- অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের স্বর্ণযুগে আরব মনীষা গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা এমন কি সাহিত্যে অগ্রগণ্য ছিল। এখনকার ঊগ্র ইসলামী শক্তির ঐকমত্য সে খ্যাতি অতলে নিমজ্জিত করে দিয়েছে।

সুকুমার রায় লিখেছেন কোন এক শহরে বৈদ্যরা আলুভাতে খান না, কারণ-

“লেখা আছে কাগজে আলু খেলে মগজে

ঘিলু যায় ভেস্তিয়ে বুদ্ধি গজায় না।”

ভাবুন তো সেই বৈদ্যরা যদি কোনভাবে দেশের শাসক হয়ে পড়েন, কোন আহাম্মক আলু খাওয়ার অবিমৃষ্যকারিতা করতে যাবে? অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। পাঁচ বছর আগে অতিমারী প্রতিরোধের জন্য যে দেশময় থালাবাটি বাজানোর যে প্রকল্পটি অতি সফল হয়, শাসক না চাইলে তেমন ঘটত কি?

**ব্যক্তি মনের ছবি, পুনরপি**

নির্বোধ মানুষ খারাপ, এমন কি অতীব নিষ্ঠুর কাজ করে কাজটি যে খারাপ হ’ল সেটি বোঝার সংবেদনশীলতা হারিয়ে ফেলেন। অভিযুক্ত নাৎসি অফিসারদের অনেকেই অত্যন্ত আন্তরিকভাবে বলেন, ‘আমাদের দায়িত্ব ছিল নির্দেশ পালন, তার ফল নিয়ে ভাবনা আমাদের নয়, ঊর্ধতনদের কাজ।’ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মৃত্যুশিবির-এ বহু ইহুদি ও নাৎসি বিরোধীর হত্যার জন্য দায়ী অ্যাডলফ আইখমান-এর বিচারের সময় তাঁর এই গ্লানিমুক্ত মানসিকতার ছবি বিস্ময়কর ভাবে ফুটে ওঠে। ইহুদিদের ওপর অত্যাচার নিয়ে বিশেষজ্ঞ হানা আরেন্ড্‌ট আইখম্যানের বিচার প্রত্যক্ষ করে লেখেন, “আইখমান (Eichmann) একজন সাধারণ প্রকৃতির আমলা, যিনি বিকৃত বা নৃশংস নন, বরং ‘ভয়ংকরভাবে সাধারণ’। যিনি নিজস্ব কোন খারাপ ইচ্ছা ছাড়াই খারাপ কাজ করেছেন। চিন্তা করার অক্ষমতা (বা অনিচ্ছা) তাঁকে নিজের নিষ্ঠুরতা আদৌ বুঝতে দেয় নি।

ভালোর জন্য চুরি করি, বলুক লোকে চোর,

তাদের ভালো করেই আমি যাবো জীবনভোর।

এই গ্লানিহীনতাই বোকা মানুষকে প্রায় এমন এক স্তরে নিয়ে যায় যেখান থেকে গণহত্যা, শিশুহত্যা, ধর্ষণ বা দুর্নীতি ইত্যাদি কোন অপরাধই ঘৃণ্য বা ভয়ানক মনে হয় না। বনহোফার সেই কারণেই বলেন, ‘নির্বুদ্ধিতা শয়তানির চেয়েও ভয়ঙ্কর।’

১০ই আগস্ট, ২০২৫ **অরিজিৎ চৌধুরী**

**About the author**

Arijit Choudhuri, located in Navi Mumbai, petroleum geologist by profession. Also interested in issues concerning pollution, climate change and fast depleting groundwater reserves.Travelling, reading, writing articles, composing rhymes and recitation are his hobbies.

**তথ্যসূত্র**

https://www.onthewing.org/user/Bonhoeffer%20-%20Theory%20of%20Stupidity.pdf

https://www.simplypsychology.org/asch-conformity.html

https://aeon.co/ideas/what-did-hannah-arendt-really-mean-by-the-banality-of-evil

Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, 1963, Hannah Arendt